

আফ্রিকার জানা-অজানা রোগ-ব্যাধি

কাজী জহিরুল ইসলাম

কতো যে রোগ-ব্যাধি এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে আফ্রিকায় তার হিসেব কে রাখে। খোদ মার্কিন মুলুকের ডাক্তাররাই স্বীকার করেন আফ্রিকার সব রোগ-ব্যাধি এখনো অনাবিস্কৃত হয়নি। সামান্য জ্বর হয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। আসলে এটা কি জ্বর? না-কি অন্য কিছু? এর উত্তর কোন ডাক্তারও দিতে পারেন না। আবার অনেক রোগ আছে, অনাবিস্কৃত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা নেই। আবার অনেক রোগের চিকিৎসাও আছে কিন্তু সচেতনতা নেই বলে রোগী জানেই না কার কাছে যেতে হবে, কি চিকিৎসা করতে হবে।

এবার ছুটি থেকে ফিরে এসেই শুনি, হলুদ জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে আইভরিকোস্টে। ইতোমধ্যেই নাকি কয়েজন মারাও গেছে। হলুদ জ্বর একটি ভয়ানক ব্যাধি। এর চিকিৎসা আছে ঠিকই কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও মৃত্যুহার খুব বেশী। তবে সুখের কথা হলো এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে। হলুদ জ্বর দুই রকমের। একটি হলো জঙ্গলের হলুদ জ্বর আর অন্যটি হলো শহুরে হলুদ জ্বর। দুই ধরনের হলুদ জ্বরই ইনফেক্টেড মশার দ্বারা ছড়ায়। জঙ্গলের হলুদ জ্বর সাধারণত বানরের হয়। বানর থেকে মশার মাধ্যমে এটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে মশা শহুরে হলুদ জ্বরটা ছড়ায় তার নাম হলো *এইডেস এইজিপ্টি*। এ জাতীয় মশা গাড়ির ফেলে দেওয়া চাকা, ফুলদানি, তেলের ড্রাম কিংবা পানির ট্যাঙ্কিতে বংশবিস্তার করে। এখনো পর্যন্ত আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া হলুদ জ্বর পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখা যায়নি। হলুদ জ্বর দেখা দিলে মাথা ধরে, মেরুদণ্ডে ব্যথা হয়, মাংশপেশিতে ব্যথা হয়, বমির ভাব হয় এবং অতিরিক্ত জ্বর হয়। রোগী জ্বরের প্রকোপে শীতে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছুদিন রোগে ভোগার পরে একটু ধাতস্থ হয়ে এলে হলুদ জ্বরের ভাইরাস আক্রমণ করে কিডনীতে এবং কলিজায়। এর ফলে লিভার ফাংশন খারাপ হয়ে যায়। সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে হলুদ হতে শুরু করে, প্রস্রাব হলুদ হয়ে যায়। ইনফেক্টেড মশা কামড়ানোর ৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যেই এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে।

আরেকটি অসুখের নাম লাসা জ্বর। এই জ্বরের প্রকোপ নাইজেরিয়াতে বেশী। তবে আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও লাসা জ্বর দেখা যায়। সাধারণত ইদুরের খাওয়া খাবার খেলে বা ইদুর খাবারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে এবং সেই খাবার খেলে এই জ্বর হয়। লাসা জ্বরের কোনো চিকিৎসা নেই বলে শুনেছি। এই জ্বর হলে মানুষ মারা যাবেই। এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে সেই লাশ আন্তর্জাতিক কোন এয়ারলাইন্স বহন করে না। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে ২৫ ফুট মাটির নিচে মৃত্যু হওয়া মাত্র পুতে দিতে হয়। নইলে মরদেহ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পরে অন্যদের শরীরে। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগী সর্বোচ্চ সাতদিন বাঁচে। এই রোগ শরীরের টিস্যুগুলি খেয়ে ফেলে।

আইভরিকোস্টের জঙ্গলে এক ধরনের মাছি আছে। এই মাছি বংশবিস্তার করে মানবদেহে। শুনে নিশ্চয়ই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। রোদে যখন আমরা কাপড় শুকোতে দিই তখন এই মাছি কাপড়ের ওপর বসে মনের সুখে ডিম পাড়ে। আমরা কাপড় রোদ থেকে এনে যদি ভালোমতো ইন্ড্রি না করে পরে ফেলি তাহলে সেই ডিমগুলি কাপড় থেকে আস্তে আস্তে রোমকুপের ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ব্যাস। দুই থেকে তিনদিন। তারপর চামড়া ফুলে এক একটা ফোড়া দেখা দিবে। সেই ফোড়া পাকবে,

ব্যথা করবে। এরকম তিন থেকে চারদিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন ফোড়া ফেটে একটা মাছিশাবক উড়াল দিয়ে পালিয়ে যাবে।

আফ্রিকানদের প্রধান দুটি খাবারের একটি হলো কাসাভা। পেস্তা আলুর মতো এক ধরনের শেকড় এই কাসাভা। কাসাভা দিয়ে তৈরী হয় নানান রকমের সুস্বাদু খাবার। এই কাসাভা থেকে একবার ছড়িয়ে পড়লো এক ধরনের মোজাইক ভাইরাস। এই রোগের নাম হয়ে গেল কাসাভা রোগ। ১১৯০ সালে পূর্ব আফ্রিকার আড়াই কোটি মানুষ আক্রান্ত হলো কাসাভা রোগে। তবে সুখের কথা হলো কাসাভা রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার তেমন বেশী না।

এবোলা জ্বরের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। এটা একটা ঘাতক ব্যাধি। এবোলা জ্বর নিয়ে আমেরিকানরা ছবিও বানিয়েছে। সাধারণত এই জ্বর বানর, গরীলা, শিম্পানজি এবং মানুষের হয়। অর্থাৎ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর-ই এই এবোলা জ্বর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কঙ্গোর একটি নদীর নামে এই রোগটির নাম রাখা হয় এবোলা। কারণ কঙ্গোর এবোলা নদীর পাড়েই এই রোগ ১৯৭৬ সালে প্রথম সনাক্ত করা হয়। চার ধরনের এবোলা ভাইরাস আছে। এর মধ্যে তিনটি মানব দেহে আক্রমণ করে। এই তিনটি হচ্ছে: এবোলা জায়ের, এবোলা সুদান এবং এবোলা আইভরিকোস্ট। চতুর্থটি, এবোলা রেস্টন, মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকে আক্রমণ করে। এবোলা ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে। এবোলা জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণগুলো হচ্ছে ঘুঘুঘু জ্বর, মাথাব্যথা, গিরায়ে ও জয়েন্টে ব্যথা, মাংশপেশিতে চাবানি-কামড়ানি, গলায় প্রদাহ এবং দুর্বলতা। কিছুদিনের মধ্যেই পেটে ব্যথা, বমির ভাব এবং ডায়রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে রাশ ওঠে, চোখ লাল হয়ে যায়, রোগী হিঁকা তুলতে থাকে এবং শরীরের বাইরে এবং অভ্যন্তরে রক্তপাত হয়। এবোলা এইচএফ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী মারা যায়। তবে দু'একজন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনো আবিষ্কার করতে পারেননি কেন কেউ কেউ ভালো হয়ে যায় আর বেশিরভাগ রোগী মারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে যারা ভালো হয়ে যায় তাদের শরীরে এবোলা এইচএফের সাথে যুদ্ধ করার মতো ন্যাচারাল প্রতিষেধক রয়েছে। এবোলা জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে শুধুমাত্র রোগের লক্ষণের ওপর চিকিৎসা করা হয়। যেমন যখন প্রেসার কমে যায়, তখন প্রেসার বাড়ানোর অম্ল, যখন পাতলা পায়খানা হয় তখন পাতলা পায়খানা বন্ধের অম্ল দেওয়া হয়।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘাতকের নাম হলো ম্যালেরিয়া। প্রতি বছর ৩০ থেকে ৫০ কোটি শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, যার ১ কোটি মারা যায়। এই হতভাগ্য শিশুদের সিংহভাগই আফ্রিকার শিশু। এই রোগটিও ছড়ায় আক্রান্ত মশার দ্বারা। আইভরিকোস্টের পৌনে দুই কোটি মানুষের এমন একজনও নেই যার জীবনে একবার ম্যালেরিয়া হয়নি। ম্যালেরিয়া এখন আফ্রিকানদের কাছে ডাল-ভাত। অবশ্য বেশিরভাগ আফ্রিকান এখনো মৃত্যুকেই পরোয়া করে না। আফ্রিকার যেসব দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়েছে, সেসব দেশের ৫ বছর বয়সী শিশুর হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছে বাবা-মা। অস্ত্র ঠিক মতো কাজ করে কি-না এইটা পরীক্ষা করার জন্য ওরা হয়ত একজন পথচারীকেই গুলি করে দিল। যদি লোকটি মারা যায় তাহলে হত্যাকারী আনন্দে দাঁত বের করে হাসে।

আরেক নীরব ঘাতকের নাম এইডস। গড়ে আফ্রিকার ২০ শতাংশ মানুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে। কোন কোন দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এই ঘাতক ভাইরাসে আক্রান্ত। আমার বর্তমান আবাস আইভরিকোস্টের ৪৬ শতাংশ মানুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে।

আরো কত যে অজানা রোগে ছেয়ে আছে আফ্রিকা কে জানে। সেদিন আমার এক সহকর্মী মানসুর জাহি বললো, ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে যে সন্ধ্যাসীর মতো রোদ ওঠে এই রোদে কখনো হাঁটবে না। তখন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে হাজারো রোগ-ব্যাদি। তারপরেও যখন আবিদজান থেকে গাড়ি চালিয়ে ইয়ামুসুক্রে যাই, দালোআ যাই, বুআকে যাই তখন দেখি পথের দু'পাশে নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। সবুজের এতো প্রাচুর্য, এতো বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে। এখানে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ। সবুজের ওপরে সবুজ, তার ওপরে সবুজ আর তার ওপরে সুনীল আকাশ। আর এজন্যই বেধ হয় এতো রোগ-বালাইকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন সৌন্দর্যপিপাসু হাজার হাজার মানুষ পাড়ি জমায় আফ্রিকায়।